হোমিওপ্যাথিক রোগীলিপি কৌশল-২

অর্গানন অব মেডিসিন ৬ষ্ঠ সংস্করণ
রেপার্টরি ও প্রাকটিস অব মেডিসিনের আলোকে

ডা. আহাম্মদ হোসেন ফারুকী

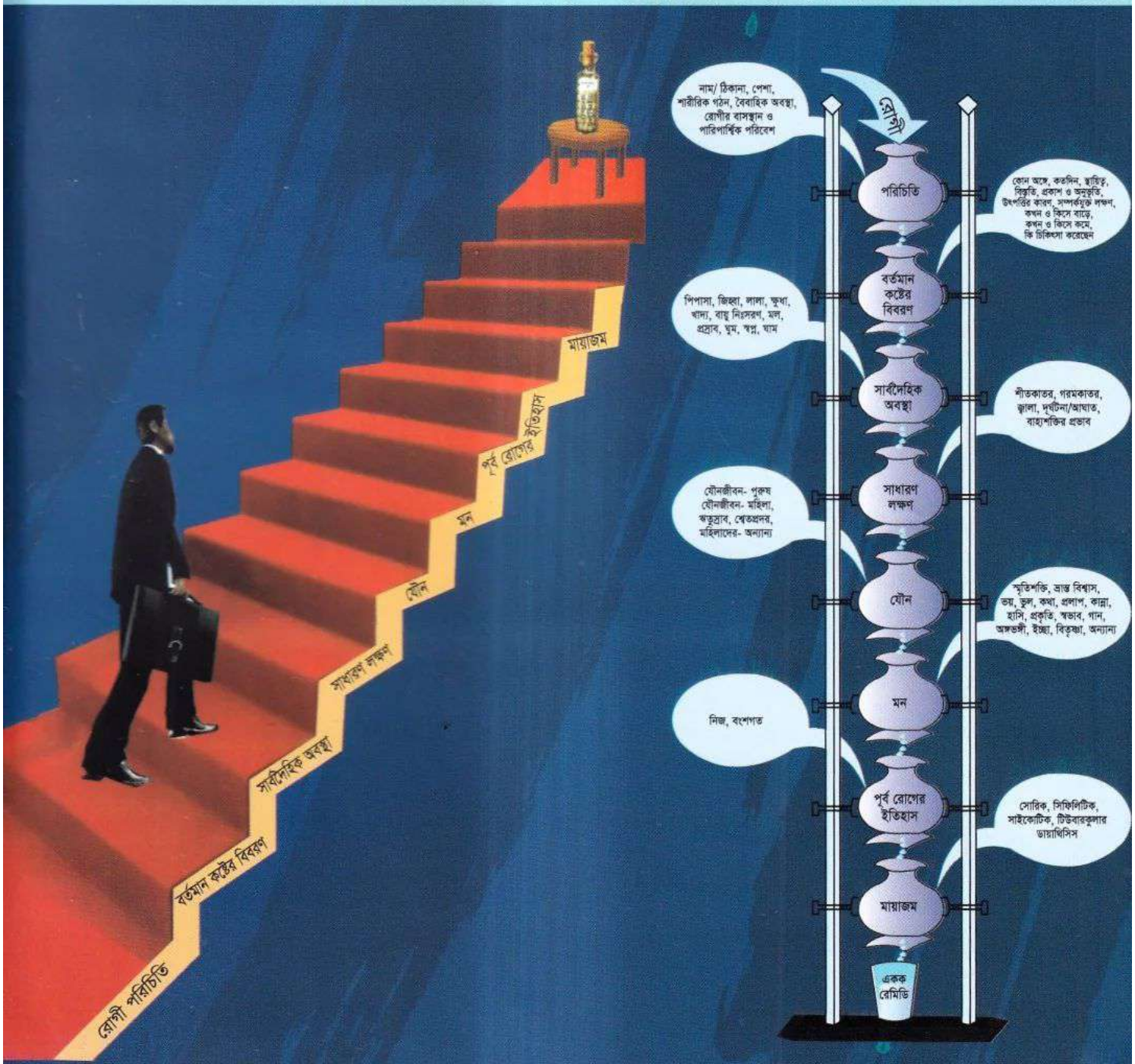

সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	রোগীর সিরিয়াল নাম্বার	১
২.	রোগীর অভিভাবক রোগীর কি হয়	২
৩.	রোগীলিপিতে পেশার গুরুত্ব	৩
৪.	ফোন নম্বর কেন রাখবো	৫
৫.	রোগীর বর্তমান কষ্টের বিবরণ (রোগীলিপির ২য় ধাপের বিস্তারিত)	৭
৬.	পিপাসা সম্পর্কে যা জানতে হবে	১৫
৭.	জিহ্বা সম্পর্কে যা জানতে হবে	১৬
৮.	লালা ও লালাস্রাবের যা জানতে হবে	১৭
৯.	ক্ষুধা সম্পর্কে যা জানতে হবে	১৮
১০.	স্বাদের যা জানতে হবে	২১
১১.	খাদ্য সম্পর্কে যা জানবো (খাদ্য পছন্দ/ অপছন্দ)	২৪
১২.	মিষ্টি পছন্দ (Sweets Desires)	৩২
১৩.	বায়ুনিঃসরণ সম্পর্কে যা জানবো	৩৩
১৪.	মল সম্পর্কে যা জানতে হবে	৩৪
১৫.	প্রস্রাব সম্পর্কে যা জানতে হবে	৩৫
১৬.	বিস্তৃতি সম্পর্কে যা জানতে হবে	৩৬
১৭.	রোগীলিপিতে মনের যা জানতে হবে	৩৭
১৮.	স্মৃতিশক্তির (Memory) যা জানতে হবে	৪৩
১৯.	প্রলাপবকায় (Dellrium) যা জানতে হবে	৪৬
২০.	ভয়ে (Fear) যা জানতে হবে	৫০
২১.	ভুলকরা (Mistakes) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৫২
২২.	ভুলে যাওয়া (Forgetful) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৫৩
২৩.	কথাবলা (Speak) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৫৪
২৪.	উত্তর দেয়া (Answers) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৫৫
২৫.	হাসি (Laughing) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৫৬
২৬.	কান্না (Weeping) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৫৮
২৭.	ক্রোধ (Anger) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৬১

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২৮.	প্রকৃতি (Quality) বা স্বভাব (Habit) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৬২
২৯.	অঙ্গভঙ্গী (Gestures) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৬৩
৩০.	অস্থিরতা (Restlessness) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৬৪
৩১.	মনের ইচ্ছা (Desires) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৬৭
৩২.	মনের বিতৃষ্ণা (Aversion) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৬৮
৩৩.	মনের আনন্দ (Cheerful) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৬৯
৩৪.	উৎকণ্ঠা (Anxiety) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৭১
৩৫.	রোগীলিপি তৈরিতে মানসিক লক্ষণ সংগ্রহের সুবিধার জন্য কেন্ট রেপার্টরির মনের প্রধান রুব্রিকগুলো বাংলা বর্ণমালা ক্রমানুসারে সাজিয়ে দেওয়া হলো	৭৫
৩৬.	ঘুম (Sleep) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৮৯
৩৭.	স্বপ্ন (Dreams) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৯১
৩৮.	ঘাম (Perspiration) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৯৪
৩৯.	কাতরতা সম্পর্কে যা জানতে হবে	১০০
৪০.	কাতরতার ওষুধ	১০৩
৪১.	গোসল (Bathing) সম্পর্কে যা জানতে হবে	১০৮
৪২.	পুরুষের যৌনজীবন সম্পর্কে যা জানতে হবে	১১০
৪৩.	মহিলাদের যৌনজীবন সম্পর্কে যা জানতে হবে	১১৪
৪৪.	রোগ চাপাপড়া সম্পর্কে যা জানতে হবে	১১৭
৪৫.	রোগীর পূর্ব রোগের তথ্য সম্পর্কে যা জানতে হবে	১১৮
৪৬.	রোগীলিপিতে সহায়তার জন্য কিছু রোগের নাম দেওয়া হলো	১২১
৪৭.	রোগীলিপি করনে সহায়তার জন্য মায়াজমের কিছু তুলনা দেওয়া হলো	১৪৬
৪৮.	রোগীলিপিতে যে সকল ভুলগুলো সাধারণত করা হয়	১৫৬
৪৯.	রোগীলিপি করার ক্ষেত্রে ব্যথার চরিত্র সম্পর্কে যা জানতে হবে	১৫৭
৫০.	ওষুধ বাছাইয়ের সহজ উপায়	১৬১
৫১.	রেপার্টোরাইজেশন করতঃ ওষুধ বাছাইয়ের নিয়ম	১৬৩
৫২.	হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শক্তি ও মাত্রাতত্ত্ব সম্পর্কে যা জানতে হবে	১৬৬
৫৩.	৫০ সহস্রতমিক ওষুধের ব্যবহার পদ্ধতি	১৭২
৫৪.	মাত্রাতত্ত্ব সম্পর্কে যা জানতে হবে	১৭৪
৫৫.	রোগীলিপি নমুনা (১)	১৭৫

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৫৬.	রোগীলিপি নমুনা (২)	১৭৭
৫৭.	অর্শরোগের চিকিৎসায় যা জানতে হবে	১৭৯
৫৮.	অজ্ঞানতা (Unconsciousness) সর্ম্পকে যা জানতে হবে	১৮২
৫৯.	আঘাত (Injury) সম্পর্কে যা জানতে হবে	১৮৪
৬০.	আক্কেল দাঁতের (Wisdom) সমস্যায় যা জানতে হবে	১৮৫
৬১.	উদরাময় (Diarrhoea) সম্পর্কে যা জানতে হবে	১৮৮
৬২.	একজিমা (Eczema) সম্পর্কে যা জানতে হবে	১৯৫
৬৩.	হাঁপানি (Asthma) রোগ সম্পর্কে যা জানতে হবে	১৯৮
৬৪.	হাঁপানি (Asthma) রোগীর চিকিৎসায় যা জানতে হবে	২০৩
৬৫.	কাশি (Cough) সম্পর্কে যা জানতে হবে	২০৮
৬৬.	কানের পুঁজের ক্ষেত্রে যা জানতে হবে	২১১
৬৭.	কোষ্ঠবদ্ধতা সম্পর্কে যা জানতে হবে	২১৬
৬৮.	ক্ষুধা মন্দা সম্পর্কে যা জানতে হবে	২২০
৬৯.	ক্ষত সম্পর্কে যা জানতে হবে	২২৩
৭০.	গ্যাস্ট্রিক সম্পর্কে যা জানতে হবে	২২৪
৭১.	ঘুমে নাক ডাকা সম্পর্কে যা জানতে হবে	২২৭
৭২.	জ্বর সম্পর্কে যা জানতে হবে	২২৯
৭৩.	জন্ডিস সম্পর্কে যা জানতে হবে	২৪১
৭৪.	জন্ডিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ	২৪৩
৭৫.	স্ফীত টনসিলের যা জানবো	২৪৩
৭৬.	ডেঙ্গুজ্বর সম্পর্কে যা জানতে হবে	২৪৮
৭৭.	দাদ সম্পর্কে যা জানতে হবে	২৫২
৭৮.	পুনঃপুন প্রস্রাব সম্পর্কে যা জানতে হবে	২৫৪
৭৯.	নাকে পলিপাস (Polyps) সম্পর্কে যা জানতে হবে	২৫৭
৮০.	প্রসব বেদনা সম্পর্কে যা জানতে হবে	২৫৯
৮১.	বমি সম্পর্কে যা জানতে হবে	২৬১
৮২.	বমির রোগীকে কি ধরণের প্রশ্ন করতে হবে	২৬৫
৮৩.	ব্রণ সম্পর্কে যা জানতে হবে	২৭২
৮৪.	ভগন্দর সম্পর্কে যা জানতে হবে	২৭৪

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৮৫.	মাংস খেয়ে সমস্যা হলে যা জানতে হবে	২৭৬
৮৬.	মাথা ব্যথা সম্পর্কে যা জানতে হবে	২৭৭
৮৭.	মেদ প্রবণতা সম্পর্কে যা জানতে হবে	২৮৭
৮৮.	শীর্ণতা সম্পর্কে যা জানতে হবে	২৯২
৮৯.	সাইটিকার ব্যথার ক্ষেত্রে যা জানতে হবে	২৯৫
৯০.	স্বরভঙ্গ (hoarseness) সম্পর্কে যা জানতে হবে	৩০৩
৯১.	হাইতোলা সম্পর্কে যা জানতে হবে	৩০৭
৯২.	দুই ঔষধের তুলনা : আর্সেনিক এল্বাম- একোনাইট ন্যাপ	৩০৮
৯৩.	দুই ঔষধের তুলনা : এসিড নাইট- সাইলেসিয়া	৩১৮
৯৪.	দুই ঔষধের তুলনা : ক্যালকেরিয়া কার্বনিকাম- গ্রাফাইটিস	৩২৯
৯৫.	দুই ঔষধের তুলনা : নেট্রাম মিউর- সিপিয়া অফিসিন্যালিস	৩৪১
৯৬.	দুই ঔষধের তুলনা : সালফার- সোরিনাম	৩৫৩
৯৭.	দুই ঔষধের তুলনা : ল্যাকেসিস- ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া	৩৬৪
৯৮.	দুই ঔষধের তুলনা : রাসটক্স- ক্যালকেরিয়া ফ্লোরেটা	৩৭৩
৯৯.	দুই ঔষধের তুলনা : লাইকোপোডিয়াম- কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস	৩৮২
১০০.	দুই ঔষধের তুলনা : টিউবারকুলিনাম বোভিনাম- ব্যাসিলিনাম	৩৯৪
১০১.	রোগীলিপি তৈরিতে রেপার্টরির প্রয়োজনীয়তা	৩৯৭
১০২.	রেপার্টরি ব্যবহারের কৌশল	৪০২
১০৩.	ওষুধ নির্বাচনে রেপার্টরির Generalities এর ব্যবহার	৪০৫
১০৪.	রেপার্টরিতে চর্মের লক্ষণ সহজে খোঁজার কৌশল	৪০৬
১০৫.	রেপার্টরিতে কোথায় কি খুঁজবো, পর্ব- ১	৪০৭
১০৬.	রেপার্টরিতে কোথায় কি খুঁজবো, পর্ব- ২	৪১০
১০৭.	শরীরের জ্বালা কোথায় পাব?	৪১৩
১০৮.	হোমিওপ্যাথিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্পেশালাইজড হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল প্রথা	৪১৫
১০৯.	কাশিমপুরে কয়েক ঘণ্টা (সিনিয়রদের সম্মান প্রসঙ্গে)	৪১৬
১১০.	"চেম্বার চিকিৎসক তৈরির জন্য, শুধু রোগী দেখার জন্য নয়"	৪১৯
১১১.	"একবার পড়ুন আর ভাবুন-'ওষুধ নির্বাচন করা সহজ"	৪২২
১১২.	ব্যর্থতার গল্পই শ্রেষ্ঠ গল্প	৪২৪
১১৩.	হোমিওপ্যাথি যে সাইন্স তার প্রমাণ	৪২৪

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১১৪.	২০১৯ সালে যা পেলাম	৪২৯
১১৫.	শিখতে চান যিনি, শিখাতে পারেন তিনি	৪৩১
১১৬.	মহামতি ডা. জেমস টাইলার কেন্টের জীবনী	৪৩২
১১৭.	নিজের গাছের ফল বলে কথা	৪৩৪
১১৮.	পূর্ব রোগের ইতিহাস (নিজ ও বংশগত আলাদা ভাবে)	৪৩৫
১১৯.	উদরাময়ে প্রচুর পায়খানা হচ্ছে কিন্তু রোগী দুর্বল হয় না, এই লক্ষণের গুরুত্ব কত? (এই লক্ষণের মূল্যায়ন)	৪৩৫
১২০.	দুই-তিন দিন পরপর গোসল করলে আপনাকে যা ভাবাবে!	৪৩৬
১২১.	ঝাল, টক, মিষ্টি কোনটি পছন্দ	৪৩৭
১২২.	ঠাণ্ডা না গরম কোন খাবার পছন্দ	৪৩৭
১২৩.	মাছ, মাংস, ডিম, দুধ কিম্বা সবজি কোনটি পছন্দ, কীভাবে জানতে হবে	৪৩৮
১২৪.	লবণ পছন্দ এখানে ভাবুন	৪৩৯
১২৫.	ঝাল, টক, মিষ্টি কোনটি অপছন্দ?	৪৩৯
১২৬.	মাছ, মাংস, ডিম কোনটি অপছন্দ?	৪৪০
১২৭.	করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে হোমিওপ্যাথি	৪৪১
১২৮.	বাজনা শেষে বালিশ কোথায় (ওষুধ বাছাইয়ের আর একটি পদ্ধতির নাম- বাজনা শেষে বালিশ কোথায়)	৪৪২
১২৯.	করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে যে সকল রুব্রিক দেখতে হবে	৪৪৪
১৩০.	এই বিপদে আপনি নন কেন?	৪৪৫
১৩১.	মহামারী করোনায় মানসিক সমস্যা	৪৪৬
১৩২.	চুলে কলপের ক্ষেত্রে চিরুনি ও ব্রাশের অনুভূতি	৪৫১
১৩৩.	সালফার নন এমন কর্তার আর্তনাদ	৪৫১
১৩৪.	এটা হোমিওপ্যাথি? না, জনে জনে প্যাথি?	৪৫১
১৩৫.	ওষুধের শিশিতে রোগীর নাম ভুল লিখলে	৪৫২
১৩৬.	প্রয়োজন কার (প্রশিক্ষকের না শিক্ষার্থীর)	৪৫৩
১৩৭.	হঠাৎ রোগাক্রমণে যা জানতে হবে	৪৫৪

পাঠ-১৩৭

হঠাৎ রোগ আক্রমণে যা জানতে হবে

(এটা রোগীলিপি নয়, রোগীর সমস্যা দেখে তাৎক্ষণিক তা আপনাকে যা ভাবাবে)

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	কান ব্যথা	৪৫৪
২.	মাথা ব্যথা	৪৫৪
৩.	পেটের হঠাৎ গোলযোগ	৪৫৪
৪.	মেয়েদের পেটে ব্যথা	৪৫৫
৫.	নাক দিয়ে রক্তপড়া	৪৫৫
৬.	হঠাৎ জ্বর	৪৫৫
৭.	চোখ থেকে পানি পড়া	৪৫৬
৮.	মেয়েদের স্তনে ব্যথা	৪৫৬
৯.	শরীর ব্যথা	৪৫৬
১০.	কাশি	৪৫৭
১১.	অনিদ্রা	৪৫৭
১২.	স্বরভঙ্গ	৪৫৭
১৩.	বমি	৪৫৮
১৪.	টনসিল স্ফীতি/ ফোলা/ টনসিলাইটিস	৪৫৮
১৫.	দাঁত ব্যথা	৪৫৮
১৬.	কোষ্ঠকাঠিন্য	৪৫৯
১৭.	আমবাত	৪৫৯
১৮.	শ্বেতপ্রদর	৪৫৯
১৯.	ধ্বজভঙ্গ	৪৬০
২০.	স্ত্রীর যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া	৪৬০
২১.	বুকে ব্যথা	৪৬১
২২.	পেট ফাঁপা	৪৬১
২৩.	উদ্গার/ ঢেকুর (Eructation)	৪৬১
২৪.	জন্ডিস	৪৬২
২৫.	ঘাড়ে ব্যথা/ গ্রীবাদেশে ব্যথা	৪৬২
২৬.	কটি ব্যথা/ কোমর ব্যথা	৪৬৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২৭.	পুনঃপুন প্রস্রাব	৪৬৩
২৮.	মলদ্বারে ব্যথা	৪৬৩
২৯.	হাতের কব্জিতে ব্যথা	৪৬৪
৩০.	প্রস্রাবে জ্বালা	৪৬৪
৩১.	শিরোঘূর্ণন	৪৬৫
৩২.	শারীরিক দুর্বলতা	৪৬৫
৩৩.	বাচ্চা খেতে চায় না	৪৬৬
৩৪.	প্রাপ্ত বয়স্করা খেতে চায় না	৪৬৬
৩৫.	বাচ্চাদের কান্না	৪৬৭
৩৬.	বাচ্চা দুধ পায় না	৪৬৭
৩৭.	ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ	৪৬৮
৩৮.	শোথ	৪৬৮
৩৯.	পিঠে ব্যথা	৪৬৯
৪০.	আবৃত অংশে চর্মরোগে	৪৬৯
৪১.	গলা ব্যথা	৪৬৯
৪২.	পা ব্যথা	৪৭০
৪৩.	ভাল লাগে না	৪৭০
৪৪.	পেট ব্যথা	৪৭১

নতুন সংযোজন

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	রোগীলিপি কি এবং কেন	৪৭২
২	লক্ষণ খোঁজার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী	৪৭৫
	১. রোগের রোগীলিপি	
১	বুকজ্বালা সমস্যার রোগীলিপিতে যা জানতে হবে	৪৭৬
২	রোগীলিপিতে বমি বমি ভাবের যা জানতে হবে	৪৭৭
৩	জোর করে পানি পান	৪৭৯
৪	স্পেশাল চকলেট কেক	৪৭৯

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৫	স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী অসুস্থ, এই ক্ষেত্রে রোগীলিপিতে রোগীনিকে কি কি প্রশ্ন করতে হবে?	৪৮০
৬	আরোগ্যের পথ	৪৮১
	২. লক্ষণ সংগ্রহ	
১	রোগী চেনা	৪৮১
২	শেষ বলে কথা নেই (রোগীলিপিতে রোগীর শেষ কথাই আসল)	৪৮২
৩	কোনো ওষুধের সব লক্ষণ একজন রোগীর মধ্যে থাকবে কিনা?	৪৮২
	৩. ওষুধ বাছাই	
১	ব্যারিকেড পার হবে?	৪৮৩
২	মতলবের আখ	৪৮৩
৩	ভুলে যান	৪৮৪
৪	আগে জেনেনিন	৪৮৪
৫	ভালো কাজের কদর নেই	৪৮৫
৬	রোগ লক্ষণ দিয়েই ওষুধ বাছাই	৪৮৬
৭	প্রয়োজনে সোনা বিক্রি করতে হয়	৪৮৮
৮	ওষুধ বাছাইয়ের সহজ উপায়।	৪৮৮
৯	অতি রজস্রাবে ওষুধ বাছাইয়ে সাবধানতা	৪৮৮
১০	ওষুধ বাছাইয়ের সহজ উপায়	৪৮৯
	৪. চিকিৎসকদের প্রতি	
১	জুনিয়র চিকিৎসককে সিনিয়র চিকিৎসকের উপদেশ	৪৯০
২	ছেড়া পাঞ্জাবি দেন	৪৯১
৩	মাত্র ২০টাকা	৪৯২
৪	চিকিৎসক গন্ধে অসুস্থ	৪৯২
৫	চেম্বারে সঙ্গী	৪৯৩
৬	আমি বাবা	৪৯৪
৭	তুমি শেষ	৪৯৪
৮	বিড়াল ভুলেনি আপনাকে	৪৯৪
৯	আপনাদেরকেই বলছি	৪৯৫
১০	চিকিৎসকের কলম	৪৯৬

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১১	মেয়ের জন্ম দিন	৪৯৬
১২	অন্যের খুশিতে নিজের লাভ	৪৯৭
১৩	তোর জাত খারাপ	৪৯৭
১৪	এয়ারপোর্টে	৪৯৭
১৫	ব্যর্থতা কার?	৪৯৮
১৬	ডাক্তার(Doctor)	৪৯৯
১৭	রোগের নাম শুনে আঁতকে উঠা	৫০০
১৮	ওষুধের আলোচনা	৫০০
১৯	পরিপূর্ণ শুধুই মহান রব	৫০১
২০	হায়রে কপাল	৫০২
২১	চিকিৎসককে নির্দোষ মানুষ হতে হবে	৫০৩
২২	তদন্তকারীর দোষ কি?	৫০৪
২৩	হোমিওপ্যাথির সেকাল (২০১১) আর একাল(২০২৩)	৫০৫
২৪	রোগীর কল্যাণে কাজ	৫০৫
২৫	"অবহেলা নয়"	৫০৬
	৫. অর্গানন অফ মেডিসিন	
১	সদৃশ চিকিৎসা পদ্ধতির মাঝেও বিসদৃশ চিকিৎসা পদ্ধতি	৫০৬
২	রোগ চাপা পড়া	৫০৭
	৬. মাত্রা তথ্য	
১	পুকুরে ডুবে মরে	৫০৭
২	মাঠ নেতাদের স্তর তিনটি	৫০৮
৩	সঠিক ওষুধের শিশি	৫০৮
	৭. রোগীলিপিতে সাবধানতা	
১	ভিক্ষুক ঠকানো	৫০৯
২	জেলা বদল (লক্ষণ সংগ্রহ)	৫০৯
৩	রোগীলিপি আংশিক নয়	৫১০
৪	রোগীলিপিতে অবান্তর প্রশ্ন	৫১০
৫	চেষ্টা করলে পাবে	৫১২
৬	প্রশ্নের ধরণ	৫১২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৭	রোগীলিপিতে রোগ বা লক্ষণ বিশেষে হ্রাস/ বৃদ্ধিতে কিছু প্রশ্ন না করলেই নয়। এমন কিছু প্রশ্ন দেয়া হলো-	৫১৩
৮	রোগীলিপিতে ছোট ছোট ভাবনা	৫১৪
	৮. হোমিওপ্যাথি	
১	অঙ্গহানীতে মামলা	৫১৫
২	অধিকার সুরক্ষার আন্দোলন	৫১৬
৩	"নাতিন আমার জীবন"	৫১৬
৪	ভালো বিক্রেতা হতে চাই	৫১৭
৫	**পাঠকের দোষ নেই**	৫১৭
৬	বোনের বিয়ে	৫১৭
৭	সত্যের বিপদ (দুঃখের কথা কারে বলি)	৫১৮
৮	রোগী সহানুভূতিশীল শুধুই এই লক্ষণ দিয়ে রোগীর ওষুধ বাছাই করা যাবে কি?	৫১৯
৯	"ওষুধে পানি আর না"	৫২০
১০	"বাসে প্যাটিস ওয়ালা"	৫২১
১১	হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সুবিধা	৫২১
১২	আমরা কি কিছু করতে পারি না	৫২৩
১৩	দুই প্যাথির দুই নীতি	৫২৪
১৪	"যার কাজ তাকে করতে দাও"	৫২৪
১৫	"গাড়িতে মোবাইলের রিংটোন"	৫২৪
১৬	জানিনা কি উন্নতি হয়েছে হোমিওপ্যাথির!	৫২৫
১৭	হোমিওপ্যাথিক সংবিধান মেনে চলুন	৫২৬
	৯. রোগের চিকিৎসা	
১	ঘাম চাপা পড়ে সমস্যার সমাধান	৫২৭
	১০. রেপার্টরি	
১	প্রয়োজন বুঝুন	৫৩১
২	"শুধুই রেপার্টরি পড়ান!"	৫৩১
৩	মেটেরিয়া মেডিকা পড়তেও রেপার্টরির প্রয়োজন	৫৩২
	১১. স্পেশালইজড হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল	
১	স্পেশালইজড হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালের সম্ভাবনা	৫৩৩

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২	আপনার আর চিকিৎসা হবে না	৫৩৩
৩	ভালো কাজের শুরু চাই	৫৩৪
	১২. পথ্যাপথ্য	
১	পানির পাম্প থেকে পানির ট্যাংকে পানি নেয়া	৫৩৫
২	সূক্ষ্মমাত্রায় যা নিষেধ	৫৩৫
৩	অস্বাভাবিক আকাঙ্খার নিয়ন্ত্রণ	৫৩৬
	১৩. দর্শন	
১	রোগীর কষ্ট আমরা বুঝি না	৫৩৬
২	রোগ সারতে সময় লাগে	৫৩৭
৩	ওষুধ দিয়েছি রোগী আরোগ্য হয় নাই	৫৩৭
৪	ওষুধে কাজ করে না	৫৩৮
৫	ধর্মপরায়ণ মহিলার লক্ষণ সংগ্রহ	৫৩৯
৬	প্রতিকূল ওষুধ	৫৩৯
	১৪. আরোগ্য	
১	আরোগ্যের গতি	৫৩৯
	১৫. ওষুধ প্রয়োগ	
১	জাম্পিং পদ্ধতি	৫৪০
২	ওষুধ ভুল প্রয়োগে	৫৪১
৩	"এতোগুলি একত্রে"	৫৪১
	১৬. চেম্বারে সাবধানতা	
১	ইঁদুরের দাঁতে ওষুধ গেল জলে	৫৪২
	১৭. ওষুধ	
১	হোটেলে ম্যানেজারের চেয়ার ফাঁকা (চেম্বারে বিশুদ্ধ ওষুধ)	৫৪২
২	ওষুধ প্রস্তুত করণ	৫৪৩
৩	ওষুধের কাজ	৫৪৩
৪	ওষুধের পরিমান	৫৪৫
৫	"এভাবে আর কতো"	৫৪৫
	১৮. দ্বিতীয় ব্যবস্থা পত্র	
১	দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র	৫৪৬

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২	ওষুধ পরে লেখেন	৫৪৬
৩	ওষুধে কাজ করে কত দিন	৫৪৭
	১৯. ডিজিজ সিরিজ	
১	হোমিওপ্যাথিতে রোগের নামে বই কেন?	৫৪৭
	২০. রোগ	
১	রোগ কি জানতে চান?	৫৫০
	২১. আমার পর্যবেক্ষণ	
১	"বংশে যক্ষ্মা থাকলেই টিউবারকোলিনাম"	৫৫১
২	এই ওষুধেই সারবে	৫৫১
	২২. আমার দর্শন	
১	মা বাবার প্রতি	৫৫২
২	স্ত্রীদের অভিযোগ স্বামীর প্রতি	৫৫৫
৩	স্বামীর অভিযোগ স্ত্রীদের প্রতি	৫৫৮
৪	শাশুড়ির অভিযোগ বৌমার প্রতি	৫৬১
৫	বৌমার অভিযোগ শ্বশুড়ির প্রতি	৫৬১
৬	শিক্ষকের অভিযোগ	৫৬২
	২৩. অন্যান্য	
১	ইংরেজ তাড়িয়েছি কষ্ট করে (মাতৃভাষায় জ্ঞান অর্জন করুন)	৫৬৪
২	তাদের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা	৫৬৪
৩	ভালো কাজের কদর নেই	৫৬৪
৪	আপনাদের বলছি	৫৬৫

পাঠ-১

রোগীর সিরিয়াল নাম্বার সঠিক লেখা

আজ শনিবার (০৩/০৭/২০১৯), রাত ৮টা, শুক্র ও শনিবার রেকস (রেপার্টরি করণ সহজ) প্রোগ্রামের জন্য কোন লেখা লিখতে পারিনি। তাই প্রোগ্রামের সকল ডাক্তারদের বিদায় করে লিখতে শুরু করি। গত ৩০/০৬/২০১৯, রোজ মঙ্গলবার, রাতে, রোগীর চাপ বেশি, সেই সময় আমার সহকারী ডাক্তার নিজাম উদ্দীন রোগীর সিরিয়াল নাম্বার লিখতে ভুল করে।

রোগী আমার চেম্বারের নিকটে ব্যাংকের ম্যানেজারের মেয়ে, কয়েক মাস যাবত ওষুধ খাচ্ছে তাতে রোগী পূর্বের চেয়ে অনেক ভালো আছে। কথা এটা না, কথা হলো আমার সহকারী ডা. নিজাম রোগীর সিরিয়াল নাম্বার কি লিখেছে তাহলো মূল বিষয়।

রোগীর সিরিয়াল নাম্বার হলো ৬৭৪৩ কিন্তু লিখেছে যেটি ওষুধ সকালে খাবে তাতে লেখা ৩৬৪৩ আর যেটি ফাইটাম রাতেখাবে তাতে লেখা ৩৩৭/৪৩ রোগীর বাবা বুধবার বিকেল ৫টায় ওষুধ নিয়ে চেম্বারে এলেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্রলোক, এসে বলেন ডাক্তার সাহেব বাচ্চাকে ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে দেখি সিরিয়াল নাম্বার ঠিক নেই। ওষুধের প্যাকেটটি আমার হাতে দিলেন। আমি এবার কি জবাব দেই?

এবার একটা গল্প মনে পড়ে গেল-

কোন এক ডাক্তার তার প্রেসক্রিপশনে লিখেছিলেন, ১ নাম্বারে রড দুই টন দুপুরে ও রাতে খাবেন এবং ২ নাম্বারে দুইশত বস্তা সিমেন্ট রাতে চলবে।

সেই গল্প আজ আমার চেম্বারেই ঘটলো।

প্রায় ডাক্তারদের দেখা যায় ওষুধ তৈরি করছেন আবার একই সাথে মোবাইলে কথা বলছেন। মোবাইলে কথা বলা ও ওষুধ তৈরি করা একই সাথে চললে এই রকম হবে এটাই স্বাভাবিক।

রোগীর ওষুধ ঠিক করে দিয়ে রোগী বিদায় করে আমার সহকারী ডাক্তার নিজামকে ডাকলাম এবং বললাম, তুমি যে অপরাধ করেছ তা কি ক্ষমার যোগ্য?

আজ থেকে রোগীর ওষুধ তৈরির সময় অতিরিক্ত কথা বলা, ফোন ব্যবহার অথবা অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেয়া যাবে না। আজ যা করেছো এরকম হলে রোগী ভাববে ডাক্তার হয়তো আমার ওষুধটিও ভুল তৈরি করেছেন। এতে রোগীদের ডাক্তারের প্রতি আস্থা কমে যাবে। সর্বশেষ কথা হলো রোগীলিপি করার সময়, রোগী পর্যবেক্ষণের সময়, ওষুধ নির্বাচন, ওষুধ তৈরি সকল ক্ষেত্রেই চিকিৎসককে মনোযোগী হতে হবে।

ডাক্তার নিজাম : ঠিক আছে স্যার, এরূপ ভুল আর হবে না। না হলেই ভালো।

পাঠ-২

রোগীর অভিভাবক রোগীর কি হয়?

গত ৫দিন একনাগারে রোগীলিপি কর্মশালার কাজ গতকাল সমাপ্ত করি।
আজ রবিবার, (১৮/০৮/২০১৯), অন্যান্য দিনের মত রোগী দেখতে শুরু করি। আমার সাথে দৈনিক ১৫জন সহকারী ডাক্তার, তাদের মধ্যে ৫জন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত, দুপুরের গ্রুপ দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা এবং সন্ধ্যার গ্রুপ রাত ১০টা পর্যন্ত রোগী দেখেন।

আজ চেম্বারে ঢুকেই দেখি সহকারী ডাক্তাররা রোগী দেখছেন, রবিবার সকালের গ্রুপে দুই জন মহিলা ডাক্তার ও তিন জন পুরুষ ডাক্তার রয়েছে। সকলেই রোগী দেখায় ব্যস্ত, এর মধ্যে ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস একজন মহিলা রোগী দেখছেন। ডাক্তাররা কে কি রোগী দেখছেন তা দেখার জন্য ডাক্তারদের রুমের সম্মুখে যাই, তখন হঠাৎ ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস এর রোগীর অভিভাবক বলে উঠলেন স্যার আপনার ডাক্তারের বুদ্ধি কম।

আমি সাথে সাথে ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস যে টেবিলে রোগী দেখছেন তার সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম। কি ব্যাপার জান্নাত রোগী কি বলছে? এই বলে ডা. জান্নাতুল ফেরদৌসকে বললাম আমার রুমে আসো।

ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস : স্যার আমি কি করেছি? রোগী কেন এ কথা বললো? তা বুঝতে পারছিনা।

রোগীর অভিভাবক : স্যার আমরা দুই বোন এসেছি চিকিৎসা নিতে। একজন এই এলাকায় আমার বড় ভাই এর বাসার কাছে বাসা নিয়ে থাকে, আর আমি উত্তরায় থাকি। আমাদের দুই জনের মধ্যে আমি বড় আর ও ছোট। আপনার ডাক্তার যখন জানতে চাইলেন আমার বোন কোথায় থাকেন এবং এখানে কার বাসায় এসেছে? বোন উত্তরে বলেছিল, বড় ভাইয়ের বাসায়। ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার ডাক্তার আমাকে দেখিয়ে বলে উঠলেন আমি আমার ছোট বোনের ভাবী হই কিনা? স্যার আপনি বলেন, ডাক্তারের কি এই ভাবে প্রশ্ন করা ঠিক হয়েছে?

ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস : স্যার আমি বুঝতে পারিনি।

রোগীর অভিভাবককে বললাম আপনি রোগীর কাছে যান। আর সিনিয়র সহকারী ডা. বাকী বিল্লাহকে বললাম ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস এর সাথে কথা বলার জন্য।

ডা. বাকী বিল্লাহ : শোন জান্নাতুল ফেরদৌস, রোগীর অভিভাবকের পরিচয় নেওয়ার সময় কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।
ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস : তা আবার কি এমন নিয়ম যা রোগীর অভিভাবকের পরিচয়ের সময় মনে রাখতে হবে?
ডা. বাকী বিল্লাহ : একেক রোগীর সাথে একেক আত্মীয় আসে। যেমন- কারো সাথে মা-বাবা, কারো সাথে স্বামী-স্ত্রী, কারো সাথে ছেলে-মেয়ে, কারো সাথে ভাই-বোন, কারো সাথে শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, কারো সাথে মামা-চাচা।
ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস : তাহলে কীভাবে বুঝবো রোগীর সাথে কে এসেছে?
ডা. বাকী বিল্লাহ : কেন রোগীকে প্রশ্ন করবে আপনার সাথে যিনি এসেছেন উনি আপনার কী হন?

ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস : কেন অনুমান করে জানলে কি হয়?

ডা. বাকী বিল্লাহ : অনুমান করলে কি হয় তা কি আজ বুঝনি!

ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস : তাহলে অভিভাবকের সামনে রোগীর ব্যক্তিগত বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা যাবে কি?
ডা. বাকী বিল্লাহ : অবশ্যই রোগীর যৌন সম্পর্কে বা গোপন কোন বিষয়ে তথ্য জানার সময় রোগীর সাথে যে অভিভাবক থাকুক না কেন তার সামনে কোন বিষয় প্রশ্ন করা যাবে না।

ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস : তাহলে কিভাবে রোগীর ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবো?
ডা. বাকী বিল্লাহ : অভিভাবককে দূরে সরিয়ে রোগীর সাথে একা কথা বলতে হবে।

ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস : কত বছর বয়সের রোগীকে একা প্রশ্ন করতে হবে?
ডা. বাকী বিল্লাহ : স্বাস্থ্য ভাল, ১২/১৪ বছর বয়স হলে রোগীকে একা প্রশ্ন করতে হবে।

ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস : রোগীর বয়স ১০ বছর এর নীচে হলে সেক্ষেত্রে কি করবো?
ডা. বাকী বিল্লাহ : রোগীর বয়স ১০ বছর এর নীচে হলে রোগীর অভিভাবকের সাথে কথা বলে জেনে নিতে হবে।

ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস : রোগীর কোন গোপন বিষয় তার অভিভাবকের কাছে বলা যাবে কিনা?
ডা. বাকী বিল্লাহ : রোগীর কোন গোপন বিষয় তার অভিভাবকের কাছে বলা যাবে না। যদি কোন বিষয় অভিভাবককে জানাবার প্রয়োজন মনে করেন তাহলে খুব সর্তকতার সাথে জানাতে হবে।

ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস : বাকী বিল্লাহ আপনাকে ধন্যবাদ, এই সব মূল্যবান তথ্য জানানোর জন্য।
ডা. বাকী বিল্লাহ : ধন্যবাদ দেবার কিছুই নেই এই তথ্যগুলো রোগীলিপি করার সময় মনে রাখলে ভালো হবে।

পাঠ-৩
রোগীলিপিতে পেশার গুরুত্ব

আমার ডাক্তারদের নিয়ে আমি যে কত যন্ত্রণায় আছি আমার কাছে না এলে তা বুঝতেই পারবেন না। মাগরিবের নামাজ শেষে পুনরায় রোগী দেখতে শুরু করলাম, তখনি ডা. পম্পা সাধু একটি রোগীলিপি দিলেন, রোগীলিপির শুরুতেই দেখি রোগীর পরিচিতি অংশে রোগীর পেশা উল্লেখ নেই। ডা. পম্পাকে বললাম, কি ব্যাপার রোগীর পেশা লেখনি কেন?
ডা. পম্পা সাধু : স্যার, রোগীর পেশাকে অত গুরুত্ব মনে করিনি, তাই লিখিনি।
ডা. পম্পা সাধুর কথা শুনে আমার মুখ মলিন দেখে পাশ থেকে ডা. আশীষ কুমার বনিক বলেন, স্যার আমি ডা. পম্পা সাধুকে পেশার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলছি।
ডা. আশীষ কুমার বনিক : শোনেন ডা. পম্পা সাধু, হোমিওপ্যাথিতে কোন রোগের চিকিৎসা হয় না, চিকিৎসা হয় রোগীর। ডায়রিয়ার চিকিৎসা হয় না, চিকিৎসা হয় ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীর। তাই হোমিওপ্যাথিতে রোগীর পেশার গুরুত্ব অপরিসীম, যে পেশায় যে কাজ করে তার মধ্যে সেই পেশার সুবিধা অসুবিধা, পেশার নিজস্বতা দেখতে পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ দিলে ভাল বুঝতে পারবেন-

এক ভদ্রলোক বিয়ে করতে গিয়ে বিড়ম্বনার স্বীকার হন। বিয়ে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের বলেন, এই ভাইয়েরা সরে দাঁড়ান মহিলার কোলে বাচ্চা। উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বরের দিকে, কি ব্যাপার বর কি বলছে! বিড়ম্বনা এখানেই শেষ নয়। বিয়ে শেষ,

এবার বাসর রাত। স্বামী স্ত্রীকে বলেন- এই আপা চেপে বসেন মাঝে আর একজন বসবে। এই কথা শুনে নতুন বউতো অবাক! আমরা দুইজন; আবার আমাদের মাঝে কে বসবে? বরের এই বিড়ম্বনার কারণ বুঝতেই পারছেন? বর একজন বাস কন্ট্রাক্টর। এই উদাহরণ দিয়ে এটাই বুঝাতে চেয়েছি যে একজন ব্যক্তি পেশার সঙ্গে সে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে।

ডা. পম্পা সাধু : দাদা (ডা. আশীষ কুমার বনিক) তাহলে আমাকে কিছু পেশার নাম ও যে পেশায় যে ওষুধ ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

ডা. আশীষ কুমার বনিক : তাহলে শোনেন-

১. অভিনেতার গলায় ক্ষত- (Actors sore throat)- ARUM-T,*rhus-t*
২. নিলাম বিক্রেতার গলায় ক্ষত- (Auctioneers sore throat)- ARUM-T,*rhus-t*
৩. বই পড়ুয়ার গলায় ক্ষত- (Bookworms)- cocc.nat-m.nux-v, SULPH.
৪. ব্যবসায়ী- (Businessmen)- *nux-v, pic-ac.*
৫. পাদরির গলায় ক্ষত- (Clergymen sore throat)- ARUM-T, *ferr-p*
   পাদরির স্বরভঙ্গ- (Clergymen hoarseness with)- *caps*.PHOS. *rhus-t*
৬. প্রবাসীর ঋতুস্রাব বন্ধ, কোষ্ঠকাঠিন্যতা- (Emigrants. amenorrhoea.constipation)-PLAT
৭. ঢালাই কারখানার শ্রমিকদের- (Foundry, men. diseases of optic nerve and retina)- merc
৮. সাহিত্যিক- (Literary, people brain fag)- *pic-ac*
৯. খনিজ শ্রমিক- (Miners)- nat-acet
১০. সেবিকা- (Nurses. exhausted by long nursing)- *cocc,* crot-h, *nit-ac.*
১১. তর্কবাগিসের গলায় ক্ষত- (Orators, sore throat)- ARUM-T,
১২. নাবিক- (Sailors, asthma, on going ashore)- BROM.
১৩. অলস ব্যক্তি- (Sedentary, constipation)-alum, NUX-V, *podo.*
১৪. চাকর- (Servants)- PULS.
১৫. গায়ক- (Singers, nervous dread)- arg-n, GELS.
১৬. বক্তা- (Speakers, nervous dread)- GELS.
১৭. পাথর শ্রমিক- (Stonemasons)- sil
১৮. ছাত্র- (Students, cough)- *nux-v*
   ছাত্র- (Students, headaches)- *calc-p*
১৯. শিক্ষক- (Teachers, brain fag)- pic-ac
২০. ধোপা- (Washer, women)- *phos,* SEP
২১. শ্রমিক- (Workers)- calc-s.

ডা. পম্পা সাধু : দাদা (ডা. আশীষ কুমার বনিক) তা হলে বুঝলাম পেশা কাকে বলে? পেশা আর বাদ পড়বেনা।

ডা. আশীষ কুমার বনিক : স্যার, ডা. পম্পা সাধু পেশা বুঝতে পেরেছে, আর কখনো রোগীলিপি করার সময় পেশা বাদ পড়বেনা।

আমি : ঠিক আছে বুঝলে ভাল।

পাঠ-৪
রোগীর মোবাইল নম্বর কেন রাখবো

আজ শনিবার (২৭/০৭/২০১৯) যথা রীতি রোগী দেখতে শুরু করি কয়েকজন রোগী দেখার পর হঠাৎ ডা. মাহমুদুর রহমান আমার চেম্বারের সামনে এসে বলেন স্যার, একটি সমস্যা হয়েছে, কি সমস্যা বলো? স্যার রোগী তার পুরাতন সকল পরীক্ষা নিরীক্ষার কাগজ পত্রের ফাইল রেখে গেছেন।

আমি : সমস্যার কি আছে রোগী গেছে কতক্ষণ হয়েছে?

ডা. মাহমুদুর রহমান : প্রায় ২০মিনিট হবে।

আমি : ২০মিনিটে বেশিদূর যেতে পারেনি, ফোন কর এসে নিয়ে যাবে।

ডা. মাহমুদুর রহমান : ঠিক আছে স্যার, তাহলে ফোন করি।

ডা. আমেনা বলল, রোগীর রোগীলিপিতে ফোন নম্বর নেই।

ডা. মাহমুদুর রহমান : উচ্চ শব্দে বলছে আপনাদেরকে স্যার বারবার রোগীর ফোন নম্বর রাখার জন্য বলেন, কেন আপনারা এই ভুলটি করেন।

আমি : ডা. মাহমুদুর রহমানকে ডেকে বললাম রাগ করোনা, রাগলে কোন কাজের সমাধান হবে না। সবাইকে বুঝিয়ে দাও ফোন নম্বর রাখার প্রয়োজনীয়তা কি।

ডা. মাহমুদুর রহমান : সবাই শোনেন বলছি-

১. রোগী কোন কিছু রেখে গেলে তাকে ডেকে ফেরত দেওয়া যায়।
২. রোগী ভুলে অন্যের ওষুধ নিয়ে গেলে ফোন করে ডেকে আনা যায়।
৩. রোগীকে ওষুধ দেওয়ার পর বুঝতে পারলে যে ওষুধ ভুল দেওয়া হয়েছে, তখন তাকে ডেকে সঠিক ওষুধ দেওয়া যায়।
৪. ওষুধ দেওয়ার পর রোগী যদি বলেন আমার কাছে অত টাকা নেই, ঠিক তখন যদি রোগীর ফোন নম্বর চাওয়া হয়, তখন রোগী ভাববে তাকে অবিশ্বাস করছেন।
৫. রোগীলিপি করার সময় ফোন নম্বর রাখা হলে এই অবস্থা তৈরি হতো কি? তাহলে রোগীলিপি করার সময় ফোন নম্বর নিতে হবে।

রোগীলিপিতে ফোন নাম্বার কত প্রয়োজন তা আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করলে আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারবেন। ঘটনাটি হলো- HSRF-এর অনেক চিকিৎসকই জানেন গত ২০/০২/২০২০ তারিখে আমাদের HSRF-এর একজন চিকিৎসক হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বরের সঙ্গে শরীর ব্যথা ও শুষ্ক কাশি। আমার সেই চিকিৎসক তার সঙ্গী-সাথীদের ফোন করে এ কথা জানান। কিন্তু আমাকে কেউ তা জানাননি। সবাই জানেন, শুধু আমিই জানি না। তাঁর জ্বরের যখন তিন দিন চলছে, তখন ডা. বিলকিস আমাকে ফোন করে বললেন, "জ্বরের রোগীর এসব লক্ষণে কী ওষুধ দিব?"

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "রোগীর জ্বরের কারণ কী?" তখন ডা. বিলকিস বললেন, "ফোন করে জেনে বলছি।" এরপর জানতে চাইলাম, "রোগী কে?" কিন্তু ডা. বিলকিস আমাকে রোগীর নাম বলছেন না।

তখন আমি রেগে গিয়ে ডা. বিলকিসকে বললাম, "কে রোগী বললে অসুবিধা কী?" ডা. বিলকিসের জবাব- আপনাকে বলা নিষেধ, কারণ আপনি জানলে দুঃশ্চিন্তা করবেন। আবার আপনি মাঙ্কের কাজে ব্যস্ত আছেন, তাই জানাইনি। তারপর জ্বরে আক্রান্ত চিকিৎসকের ফোন নাম্বার নিয়ে কল করি। তাঁর জ্বরের সব কিছু জানলাম।

পাঠ-৫
বর্তমান কষ্টের বিবরণের স্তর ১০টি

১। কোন অঙ্গে :

ক. আপনার কষ্টটি যে অঙ্গে, সেটা কি সম্পূর্ণ অঙ্গটিতে নাকি অঙ্গের বিশেষ কোন অংশে ?

খ. সম্পূর্ণ অঙ্গটিতে না হলে, সাব অঙ্গের নাম উল্লেখ করে প্রশ্ন করতে হবে। যেমন- সম্পূর্ণ মাথায় না হলে ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, অক্সিপুটে বা ট্যাম্পালে কিনা?

গ. রোগী যদি বলেন, ডান ট্যাম্পালে সমস্যা। তখন আপনাকে ভাবতে হবে বাম ট্যাম্পালে ছিল কিনা?

ঘ. আর রোগী যদি বলেন, বাম ট্যাম্পালে ছয় মাস পূর্বে ছিল। তখন আপনার প্রশ্ন হবে, এর পূর্বে ডান ট্যাম্পালে হয়ে ছিল কিনা?

ঙ. রোগীর তৃতীয় জবাব যদি ডানে হয়। তা হলে রোগীর রোগ আক্রমণ ডানে হয়েছিল।

চ. রোগী যদি বলেন, উভয় ট্যাম্পালে। তখন প্রশ্ন করুন- উভয়টিতে এক সাথে শুরু হয়েছে কিনা?

ছ. রোগী যদি বলেন, উভয় ট্যাম্পালে এক সাথে শুরু হয়নি। তখন প্রশ্ন করুন- উভয়টিতে এক সাথে শুরু না হলে, প্রথমে কোনটিতে শুরু হয়েছে? ডানটিতে না বামটিতে?

জ. রোগী যদি বলেন, প্রথমে ডান ট্যাম্পালে। তখন প্রশ্ন করুন- ডানটির কতদিন পর বামটিতে শুরু হলো।

ঝ. যদি সম্পূর্ণ অঙ্গে হয় অথবা অঙ্গের বিশেষ কোন অংশে হয় সেক্ষেত্রে ঐ অঙ্গের বা অংশের কোন পাশে? (বাম/ ডান/ উপর/ নিচ/ মাঝখানে)।

ঞ. আপনার কষ্টটি ঠিক কোন জায়গায় তা একটি আঙ্গুল দ্বারা দেখাতে পারবেন কি?

ট. অনেক ক্ষেত্রে কষ্টটির সঠিক স্থান নির্ণয় করতে রোগীর অনুমতিক্রমে ডাক্তার নিজেই আক্রান্ত স্থানটি দেখতে পারবে। সেক্ষেত্রে রোগীকে বলতে হবে, "আমি কি আপনার কষ্টটি বা আক্রান্ত স্থানটি দেখতে পারি?

২। কতদিন যাবত :

ক. রোগীর কষ্টটি যদি স্বল্প মেয়াদী হয় সেক্ষেত্রে রোগীকে ঘণ্টা/ দিন হিসেবে প্রশ্ন করতে হবে। যেমন- রোগী যদি জ্বর নিয়ে আসে তবে প্রশ্ন করতে হবে আপনার জ্বর কতক্ষণ যাবত বা কতদিন যাবত ? সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাত দিনের কথা উল্লেখ করতে হবে।

খ. রোগীর কষ্টটি যদি দীর্ঘ মেয়াদী হয় তবে মাস বা বছর হিসাবে প্রশ্ন করতে হবে। যেমন- রোগী যদি দীর্ঘদিনের মাথাব্যথা নিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে আপনার মাথাব্যথা কত মাস বা কত বছর যাবত? (২ মাস, ৬ মাস, ১ বছর, ৪ বছর)।

৩। স্থায়িত্বকাল :

আপনার মাথা ব্যথার (কষ্টটির) স্থায়িত্ব কাল কি বলতে পারেন? যদি রোগী তার মাথাব্যথার স্থায়িত্বকাল বলতে না পারে, তাহলে চিকিৎসক নিম্নের কৌশল প্রয়োগ করবেন, যেমন-

ক. কষ্টটি কি একটানা চলতে থাকে? নাকি কখনও থাকে, কখনও থাকে না?

খ. কষ্টটি যদি বিরতি দিয়ে শুরু হয় সেক্ষেত্রে কতদিন পর পর দেখা দেয়?
(কষ্টটি অনেক দিনের হলে রোগীকে মাস/ বছর দিয়ে সংকেত দিতে হবে। স্বল্প মেয়াদী হলে ঘণ্টা/ দিন দিয়ে সংকেত দিতে হবে)।